মিরপুরে গৃহবধূর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

কুষ্টিয়ার মিরপুরে গলায় ওড়না প্যাঁচানো অবস্থায় শিউলি খাতুন
(২৬) নামের এক গৃহবধূর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। এ ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাঁর স্বামী পল্লি চিকিৎসক আলামিনকে আটক করা হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার রাত ৩টার দিকে আল আমিনের মালিকানাধীন স্থানীয় হালসা ক্লিনিকের বাসা থেকে লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। পরে সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরির পর ময়নাতদন্তের জন্য কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের মর্গে লাশ পাঠানো হয়।

স্বজনদের অভিযোগ বিষয়টি আত্মহত্যা বলে চালিয়ে দিতে, শিউলিকে নির্যাতন করে হত্যার পর ফ্যানের সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। শিউলি খাতুন উপজেলার আমবাড়ীয়া ইউনিয়নের শাকদহচর গ্রামের আসাদুলের মেয়ে এবং একই এলাকার পল্লি চিকিৎসক আলামিনের চতুর্থ স্ত্রী।

শিউলির চাচা সাইদুল ইসলাম বলেন, কয়েক বছর আগে প্রবাসী এক ছেলের সঙ্গে শিউলির বিয়ে হয়। সেই ছেলে বিদেশে থাকায় শিউলির সঙ্গে আল আমিনের ঘনিষ্ঠতা হয়। একপর্যায়ে তাঁরা বিয়ে করেন। বিয়ের পর শিউলি জানতে পারেন আল আমিনের আরও ৩ জন স্ত্রী রয়েছে। এ নিয়ে তাদের মধ্যে প্রায়ই ঝগড়া হতো। মাঝে মধ্যে আল আমিন শিউলিকে মারধরও করত।

শিউলির চাচাতো ভাই রনি বলেন, ‘গত রাত ২টার দিকে আল আমিন ফোন দিয়ে জানান শিউলি আত্মহত্যা করেছে। এরপর আমরা আল আমিনের বাসায় গিয়ে দেখতে পাই ফ্যানের সঙ্গে ঝুলে আছে শিউলির লাশ। গলায় ওড়না প্যাঁচানো, তবে তাঁর পা খাটের সঙ্গে লেগে আছে। এভাবে কেউ আত্মহত্যা করে না। সন্দেহ হলে পুলিশকে খবর দিই।’

এ নিয়ে জানতে চাইলে মিরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রাশেদ হাসান বলেন, ‘আত্মহত্যার বিষয়টি সন্দেহজনক। তাই আমরা শিউলির স্বামী আল আমিনকে আটক করেছি। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। সেই সঙ্গে থানায় তাঁর বিরুদ্ধে আত্মহত্যার প্ররোচনার মামলার প্রস্তুতি চলছে।’

হরিনাকুন্ডুতে বজ্রপাতে গৃহবধূর মৃত্যু

হরিনাকুন্ডুতে বজ্রপাতে মধুমালা (৪০) নামে এক গৃহবধূর মৃত্যু হয়েছে। এই সময় তার সাথে থাকা দুইটা ছাগলও মারা যান।

বুধবার দুপুর ১২ টার দিকে উপজেলার জোড়াদাহ ইউনিয়নের হরিশপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত মধুমালা ওই গ্রামের মকছেদ আলীর স্ত্রী। তিনি দুই সন্তানের জননী।

স্হানীয় সূত্রে জানা যায়, বৃষ্টি দেখে বাড়ির পেছনে বাঁশবাগানে বেধে রাখা ছাগল আনতে যান তিনি। ছাগল নিয়ে ফেরার পথে বজ্রপাতের শিকার হন।

হরিনাকুন্ডু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

মেহেরপুরের কলাইডাঙ্গায় গৃহবধূ সীমাকে হত্যার অভিযোগ

মেহেরপুর সদর উপজেলার কলাইডাঙ্গা গ্রামে সীমা খাতুন (২৫) নামের এক গৃহবধুকে জোর করে বিষপান করিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে।
নিহত সীমা খাতুন মেহেরপুর সদরের বারাদী গ্রামের মরহুম আব্বাস আলীর মেয়ে।

জানা গেছে, প্রায় দশ বছর আগে কলাইডাঙ্গা গ্রামের মোল্লাপাড়ার রেজাউল হকের ছেলে কাওসার আলীর সঙ্গে সীমা খাতুন এর বিয়ে হয়। ১৩ দিন আগে কাউসার দম্পতি পিতা-মাতার সাথে পৃথক হয়। গত সোমবার সীমা খাতুনের বাবার বাড়ির লোকজন আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের বাড়িতে বেড়াতে

যাওয়ার কথা ছিল। এ নিয়ে সীমা ও কাওসারের মধ্যে বাকবিতণ্ডা হয় । পরে সীমা খাতুন বিষপানে আত্মহত্যার চেষ্টা করলে তার শ্বশুরবাড়ির লোকজন তাকে তাৎক্ষণিক উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করে। সেখানে তার অবস্থার অবনতি ঘটলে সেখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসক উন্নত চিকিৎসার জন্য কুষ্টিয়ায় রেফার্ড করে। মঙ্গলবার বিকেলে কুষ্টিয়া নেওয়ার পথে পথিমধ্যে সীমা খাতুন মৃত্যুবরণ করে।

নিহতের মা কমেলা খাতুন অভিযোগ তুলে বলেন, বিয়ের পর থেকেই আমার জামাই ও মেয়ের শাশুড়ি বিভিন্ন সময়ে টাকা পয়সার জন্য মেয়েকে মারধর ও শারীরিক নির্যাতন করতো। এ পর্যন্ত আমি জামাইকে প্রায় ৪ লক্ষ টাকা দিয়েছি। তারপরও আমি মেয়েকে বাঁচাতে পারলাম না। তিনি হত্যার অভিযোগ তুলে বলেন, আমার জামাই ও বিয়ান মিলে আমার মেয়েকে জোর করে বিষপান করিয়ে হত্যা করেছে।

এ ব্যাপারে নিহতের স্বামী কাউসারের সাথে মুঠোফোনে একাধিকবার যোগাযোগ করা হলে তিনি ফোন রিসিভ করেন নি।

বারাদি পুলিশ ক্যাম্প ইনচার্জ এস আই মফিজুল ইসলাম বলেন, খবর পেয়ে আমরা লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন করে ময়না তদন্তের জন্য লাশ থানা হেফাজতে নেয়া হয়েছে।